বাদ পড়ে যাওয়া যাযাবর বেদে শিশুদের জন্ম নিবন্ধন

উপস্থাপনায়ঃ মুন্সী ওয়াহেদুল ইসলাম, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি

(এই প্রবন্ধটি গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির আয়োজনে এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় বরিশাল জেলায় ২৪ ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে "যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের জন্ম নিবন্ধন" শীর্ষক অ্যাডভোকেসি সভায় উপস্থাপনের জন্য তৈরী করা হয়েছে)

ভুমিকা

বেদে সম্প্রদায় বাংলাদেশের অবহেলিত জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম। বেদেরা সাপ ধরা, সাপ বিক্রি করা, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করা, প্রথাগত চিকিৎসাসেবা দেওয়া, চুড়ি ফিতা বিক্রি, ছোট আকারের বিভিন্ন রকম গহনা বিক্রি, যাদু দেখানো, বানর খেলা দেখানো ইত্যাদি পেশায় জড়িত। বেদেদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি যা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে ভিন্নতর। এক গবেষনায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রায় ৮ লক্ষ বেদে আছে যার মধ্যে প্রায় ৩,০০,০০০ এর বেশী শিশু আছে। এরা যাযাবর জীবন যাপনের কারনে লেখাপড়া করতে পারে না। এছাড়া বেদেরা যেহেতু যাযাবর অবস্থায় বছরের ১০ মাসই ঘুরে বেড়ায় তাই তাদেরকে সরকারীভাবে জন্ম নিবন্ধন করাও একটি কঠিন কাজ। আর এ কারনে তারা বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সরকারীভাবে জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত বেদেদের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করতে খুব একটা শোনা যায়না যদিও লৌহজং-এর বেদেরা জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিজেদের উদ্যোগেই অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে। ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবছর বাংলাদেশে শিশু অধিকার সম্পর্কে সমাজের সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে কিন্তু বেদে সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্ম নিবন্ধন এর অধিকার থেকে বঞ্চনার বিষয়টি নিয়ে কোথাও খুব একটি আলোচনা হতে শোনা যায়না। শিশুদের অধিকার বাস্ড়বায়নে ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ আর্ন্ড়জাতিক আইনের অর্ন্ড়ভূক্ত হয় যা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশই অনুমোদন করেছে।

আলোচনা সভার উদ্দেশ্য

এ আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য হল বেদে শিশুরা যাতে জন্ম নিবন্ধন করা থেকে বাদ না পড়ে সে ব্যাপারে সংশিণ্টষ্ট সকলকে সচেতন করে তোলা। এছাড়া এ আলোচনা সভার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জন্ম নিবন্ধনের সাথে সংশিণ্টষ্ট সকল সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিগবৃন্দ যাতে বেদেদের জন্ম নিবন্ধনের ব্যাপারে বিশেষ নজর দেন এবং বেদে শিশুরা যাযাবর হওয়া সত্বেও যাতে জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সহজে অংশগ্রহন করতে পেরে জন্ম নিবন্ধনের সুযোগ থেকে বাদ না পড়ে তার ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য যথাযথ ব্যাবস্থা গ্রহনে সংশিণ্টষ্ট সকলকে উৎসাহিত করা।

বাংলাদেশে বেদে শিশুদের অবস্থা ও তাদের জন্ম নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ সরকার শিশু সনদ এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ধারাসমূহের আলোকে শিশুদের নিরাপত্তা, কল্যান ও বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় শিশু নীতি গ্রহন করেছে এবং শিশুদের বিষয়ে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করেছে। এসব কারনে দেশে বিরাজমান পরিবেশ শিশু অধিকার উন্নয়নের জন্য খুবই অনুকুল। এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের প্রেক্ষাপটে তাদের নিজেদের মধ্যে এবং রাজনীতিবিদ, সরকারী কর্মকর্তা, বিচারক, আইন প্রয়োগকারী, স্বাস্থ্যসেবাদানকারী, সমাজকর্মী, শিক্ষক, মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ শিশুদের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিটি লোকের মধ্যে শিশু অধিকারের তাৎপর্য সম্পর্কে উপলব্ধি সৃষ্টি করা। কেননা সমাজের পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক যখন শিশু অধিকারের অর্থ উপলব্ধি করবে এবং এসব অধিকারে বিশ্বাস করবে তখনই শুধু শিশু অধিকার সনদ একটি বাস্ড়ব রূপ নিতে পারে। শিশুদের অধিকার বাস্ড়বায়নে অন্যতম বিষয় হলো শিশুর জন্ম নিবন্ধন।

জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ১-এ ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেককেই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাই শিশু সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও অনুশীলন এ বয়সের লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশে শিশুদেরকে বিভিন্ন বয়স স্ড়রে (১৮ বছরের অনেক নিচে) কতিপয় নীতি ও বিধির অধীনে নিম্নবর্নিত বিশেষ কিছু সুরক্ষা বা সুযোগ- সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে যেমনঃ ৭ বছরের নিচে শিশুদের কোন অপরাধের দায়িত্ব আরোপ করা হয় না, ৬-১০ বছরের নিচে প্রতিটি শিশু স্কুলে যেতে হবে, ১২ বছরের নিচে কোন শিশু দোকান, অফিস, হোটেল বা কোন ওয়ার্কশপে কাজ করতে পারবে না, ১৪ বছরের নিচে কোন শিশু কলকারখানায় কাজ করতে পারে না, ১৫ বছরের নিচে কোন শিশু পরিবহন খাতে কয়েকটি অংশে কাজ করতে পারবে না, ১৬ বছরের নিচে কোন শিশু সাধারন কারাগারে আটক রাখা যাবে না কিংবা মৃত্য দন্ড দেয়া যাবে না এবং ১৮ বছরের নীচে কোন মেয়ে যৌন মিলনে সম্মতি দিতে পারে না, ১৮ বছরের নিচে কোন মেয়ে বিয়ে করতে পারে না এবং ১৮ বছর বয়স হলেই কেবলমাত্র একজন প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু জন্ম নিবন্ধণ করে আইনগতভাবে যদি কোন শিশুর বয়স নির্ধারণের সুযোগ না থাকে তাহলে ভবিষ্যতে সেই শিশু অনেক সুযোগ-সুবিধা বা সুরক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ-৭ অনুযায়ী জন্মের পরপরই একটি শিশুকে নিবন্ধন করতে হবে। জন্ম থেকেই একটি শিশুর একটি নাম পাবার এবং জাতীয়তা লাভের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন আইন দ্বারাই জন্ম নিবন্ধন পদ্ধতি ও সংশিণ্টষ্ট বিষয়াদি নিয়ন্ত্রিত হয়। এ আইনের অধীনে জন্ম নিবন্ধের উদ্দেশ্যে সন্ড়ানের জন্ম সম্পর্কে উপযুক্ত

কর্তৃপক্ষের কাছে খবর দেয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে মাতা-পিতার। বর্তমানে পলণ্টী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর এলাকায় পৌর কর্পোরেশন/পৌরসভাগুলো জন্ম নিবন্ধন করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

শিশুদের অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য জন্ম নিবন্ধন একান্ড়ই জর"রী। এর প্রধান সুবিধা হচ্ছে এতে শিশুর বয়স সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় যা সনদ এবং সংশিণ্টষ্ট আইন ও বিধিসমূহের প্রেক্ষিতে শিশুর অবস্থা সহজ করে তোলে। অন্যান্য নির্দিষ্ট সুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

- ❖ শিশুরা যাতে ফৌজদারী অপরাধের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, সুনির্দিষ্ট কিছু কাজে যাতে তাদের নিয়োগ বন্ধ করা যায় এবং যাতে তারা আরও বিভিন্ন সুরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা দাবী করতে পারে সেজন্য তাদের সঠিক বয়স জানা অত্যন্ড় জরুরী।
- ❖ অল্প বয়সে বিয়ে রোধ করা যায়, বিশেষ করে মেয়েদের।
- ❖ সঠিক বয়সে সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা যায়।
- ❖ কিশোর বিচার ব্যবস্থায় শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ আচরণ নিশ্চিত করা যায়।
- ❖ শিশুর জন্ম নিবন্ধের ফলে অতিরিক্ত আরও কিছু উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব যেমন ঃ শিশুর জাতীয়তা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা যায়, বয়সের মিথ্যা ব্যবহার রোধ করা যায়, স্বাস্থ্য/শিক্ষা কমূসূচি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যাতে জনমিতির সঠিক উপাত্ত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা যায়।
- ❖ অল্প বয়সী শিশুদের কাজে নিযুক্ত না হওয়া নিশ্চিত করা (বিশেষ করে নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক পরিদর্শকদের শিশুর বয়সের প্রমাণপত্র সরবরাহের মাধ্যমে) সম্ভব।

কিন্তু অত্যন্ড় দুঃখের বিষয় এই যে যাযাবর হবার কারনে বাংলাদেশের অধিকাংশ বেদে শিশুদের এখনও পর্যন্ড় জন্ম নিবন্ধন করা সম্ভব হয়নি। যদিও লৌহজং উপজেলার কুমারভোগ, হলদিয়া ও কনকসার ইউনিয়নে বসবাসরত বেদে সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ জন্ম নিবন্ধন করেছেন এবং এক্ষেত্রে লৌহজং-এর বেদে নেতাদের ভূমিকা যেমন নিজের সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্ম নিবন্ধন করানোর জন্য জনাব সৌদ খান সর্দার, জনাব সাহেব আলী মেম্বার এবং মাওলানা সেলিম-সহ অন্যান্যদের ভূমিকা ছিল খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু বরিশাল কর্নকাঠী এলাকায় বরিয়াল মান্ড়া (মাছ ধরা পেশায় নিয়োজিত বেদে)-দের সাথে আলাপ করে জানা গেছে তারা একজনও জন্ম নিবন্ধন করতে পারেননি। আলাপ আলোচনা করে জানা গেছে যে বাংলাদেশের প্রায় ৬৫টি এলাকার বেদেদের জন্ম নিবন্ধনের কাজ খুব বেশী অগ্রসর হয়নি। জন্ম নিবন্ধের গুর"ত্ব সম্পর্কে জনমনে সচেতনতার ব্যাপক অভাব রয়েছে। তবে সমাজের সবার উদ্যোগে বেদে সম্প্রদায়ের শিশুসহ সকলকে জন্ম নিবন্ধনের ব্যাবস্থা করা সম্ভব। যেভাবে বেদে সম্প্রদায়ের সকলকে জন্ম নিবন্ধনের আওতায় আনা যায় তার কিছু সম্ভবনার বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

- জন্ম নিবন্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বেদে মা-বাবাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সকল বেদে শিশুর জন্ম নিবন্ধনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হরে।
- নির্ধারিত রেজিষ্টারে সকল জন্ম নিবন্ধের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করতে হবে।
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় ওয়ার্ড পর্যায়ে জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ এবং তা পর্যালোচনার জন্য সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত করতে হবে।
- সম্ভব হলে ইপিআই রেজিষ্টার (ইপিআই মাঠকর্মী) এবং দম্পতি রেজিষ্টার (পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী) থেকে জন্ম বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের জন্ম রেজিষ্টার হালনাগাদ করতে হবে। তবে বর্তমানে অধিকাংশ বেদে পরিবার ও নারীরা ইপিআই রেজিষ্টার (ইপিআই মাঠকর্মী) এবং দম্পতি রেজিষ্টার (পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী)-এ অন্র্ড়ভূক্ত নয়। তাই এই দুটি রেজিষ্টারে বেদে পরিবার ও নারীদের অন্র্ড়ভূক্ত করতে হবে।
- জন্ম বিষয়ক তথ্য পাওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর্মী, সরকারী/এনজিও/ পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীদের সহায়তা নিতে হবে এবং সেসব তথ্যের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার জন্ম রেজিষ্টার হালনাগাদ করতে হবে।
- প্রত্যেক উপজেলায় বেদেদের জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহায়তা নিতে হবে।
- জন্ম নিবন্ধন জনপ্রিয় করার জন্য নতুন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহনে উৎসাহিত করতে হবে, যেমন ঃ আকর্ষনীয় জন্ম সনদ দেয়া।